SEM-IV (HONS)

CC Paper IX

History of India VI (c.1757-1857)

AND

SEM-IV (GEN)

CC Paper 1D

History of India from 1707-1950

Q. নব্যবঙ্গ আন্দোলন এবং ডিরোজিওর ভূমিকা:-

Ans:- ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে পাশ্চাত্যশিক্ষার বিস্তার ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকদের কার্যকলাপ ভারতীয় সমাজে বিশেষ আলোড়ন তোলে। এই সময় বঙ্গীয় সমাজে প্রগতিশীলদের সাথে রক্ষণশীলদের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব থেকে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত এক যুবগোষ্ঠী, প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই উগ্র পাশ্চাত্যবাদী যুবসম্প্রদায়কে 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'নব্যবঙ্গ' হিসাবে অভিহিত করা হয়।

ইয়ং বেঙ্গলের প্রাণপুরুষ ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক, চিন্তানায়ক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। প্রখর যুক্তিবাদী ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মনে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ সঞ্চার করেন। তাঁর ছাত্রদের নিয়ে তিনি ১৮২৮ সালে 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতিতে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার ও কু-প্রথা যেমন - পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত। তাঁরা হিন্দু সমাজের চিরাচরিত প্রথাগুলিকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। ডিরোজিও তাঁর কবিতার মাধ্যমে দেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতার আদর্শ সঞ্চার

করতে উদ্যোগী হন। এর জন্যে তাঁকে আধুনিক ভারতের প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি বলা হয়। রক্ষণশীল সমাজের প্রতিক্রিয়ার চাপে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। এর কিছুদিন পরেই এই মনীষীর অকাল মৃত্যু হয়।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও নব্যবঙ্গ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা যেমন — কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখেরা সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রগতিশীল আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে এদেশের জনে-মনে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রসারে ব্রতী হন। তাঁদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'এথেনিয়াম', 'পার্থেনন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্যে ১৮৩৮ সালে 'সাধারণ জ্ঞান অর্জন সমিতি' গঠন করা হয়।

প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশ করে। দাস-প্রথা, নারী নির্যাতন ও অন্যান্য সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানান। ইয়ং বেঙ্গল বিদেশী শাসনের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করে। কালাকানুনের বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষ যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি যুক্ত হয়।

ডিরোজিওর নেতৃত্বে পরিচালিত নব্যবঙ্গ আন্দোলন প্রকৃত অর্থে আন্দোলনে পরিণত হয় নি। যদিও তাদের আদর্শবাদ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপ ছিল পুঁথিগত, বাস্তব পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের ব্যর্থতার আর একটি কারণ হল — তাঁদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। উগ্র আধুনিকতা, শিক্ষা, জীবন-যাত্রা সবই সাধারণ মানুষের সাথে তাদের ব্যবধানের প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভাবনার মধ্যে সংহতি পরিলক্ষিত হয় নি ও চিন্তার

উগ্রতা পরবর্তীকালে শিথিল হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। তথাপি ভারতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঞ্চারে তাঁরাই অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা পচনশীল ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি।